গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
ফেব্রুয়ারি/২০১৫ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ১২.০২.২০১৫ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ৩১.১২.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অত:পর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.১। বিমানবন্দর এলাকায় আজমপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ দ্রুত ভ্যাকেট করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।

আলোচনাঃ
যুগ্ম সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, ট্রেন পরিচালানার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি রেল ফেন্সিং ও বৃক্ষরোপন করে ডিসিও/ঢাকা ও ডিইনএন/১, ঢাকা কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রেল লাইনের দুই পার্শ্বের জায়গা যাতে পুনরায় অবৈধ দখলে চলে না যায় সে জন্য ৭০জন আনসার নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হবে। দায়িত্ব পালনকারী আনসারদের আবাসনের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া একজন যুগ্ম-সচিব কর্তৃক পূর্ববর্তী মাসের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব) সভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, যেহেতু বর্ণিত স্থানের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের "স্থগিতাদেশ দ্রুত ভ্যাকেট আদেশ বিষয়টি" যথাযথভাবে নিষ্পত্তি হওয়ায় এ বিষয়ে পরবর্তী সমন্বয় সভা হতে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। ডিজি, বিআর জানান যে, প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে বিগত মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) আনসার নিয়োগের মাধ্যমে পাহাড়ার ব্যবস্থা করে উচ্ছেদকৃত জায়গায় পুনরায় অবৈধ দখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অবৈধ দখলপ্রবণ এলাকায় কাঁটাতার কিংবা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে দখলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বরত আনসারদের অস্থায়ী আবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তীমাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) আগামী সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচী হতে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বাস্তবায়নে /কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

৪.২। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

সহকারী সচিব (ভূমি) জানান যে, পূর্ববর্তী মাস হতে আগত মাসের অনিষ্পন্ন সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা মোট ১৬০টি। ডিসেম্বর/২০১৪ মাসে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে নতুন কোন মামলা দায়ের হয়নি এবং এ মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৪২টি। মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৮২টি। মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬০টি। ডিসেম্বর/২০১৪ মাসে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ২,৮১,০৮১/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে আদায় ৯৯,০৮৯/- এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৮২,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৪১,৬৬,৩০৮/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ=১০,৪৫,১০,৩৭৪ /- টাকা।

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারি ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) ও সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১৯.১০.২০১৪ তারিখে জিএম (পূর্ব) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২৭.১০.২০১৪ তারিখে জিএম (পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া তিনি আরো জানান যে, বাদী দি বাংলাদেশ রেলওয়ে ম্যান্স স্টোর লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রি এবং দখল হস্তান্তরের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে ম্যান্স স্টোরস লিঃ বনাম বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মধ্যে মহামান্য হাইকোর্ট

বিভাগ, ঢাকায় চলমান রীট পিটিশন নং ৭৭৭৫/২০১০ এর ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক গত ১৩-১-২০১৫ তারিখে ৬ (ছয়) মাসের জন্য সমস্ত নির্মাণ কাজসহ কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুমশুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিইও (পূর্ব) কর্তৃক গত ০৮-০৫-২০১৩ তারিখে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম কে পৃথকভাবে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও (পূর্ব) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি এ বিষয়ে নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৩) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) নিয়মিত সভা করে জমিসংক্রান্ত মামলাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৪) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি গঠিত কমিটি কর্তৃক আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে উক্ত কমিটির একাধিক সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ গত ২৭.০১.২০১৫ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অচিরেই নীতিমালাটি চূড়ান্ত হবে।

সভাপতি নীতিমালার খসড়া আগামী ২০/২/২০১৫ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

আগামী ২০/০২/২০১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব (আইন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৫। পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ২০০৫ সালের পর হতে হালসন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবি ও ইতোমধ্যে পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ, বকেয়া ইত্যাদি বৎসর ভিত্তিক (ছকের মাধ্যমে) প্রদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল জেলা থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। ২০০৫ সালের ১ জুলাই হতে হাল সন পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দাবিকৃত মোট বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর এর পরিমাণ ৪৭,৫৯,২৫৭৬৬.৫০ টাকা। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উভয় অঞ্চলে ৭.০০ কোটি টাকা করে মোট ১৪.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তবে রেলওয়ে এ্যাক্টসহ অন্যান্য এ্যাক্ট ও কোড এর উদ্ধৃতি দিয়ে রেলভূমির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের বিষয়ে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রীর স্বাক্ষরে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট ডি.ও পত্র ১৯.০১.২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই-বাছাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে।

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কাযক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রা:) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land Use Plan তৈরির প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ বারের মত ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩১.০১.২০১৫ তারিখে আরও ৬ মাস প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছেন যা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট কাজের বিষয়ে চূড়ান্ত দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।

৪.৬। ঢাকা বিমান বন্দর এলাকার ভূমি নিয়ে বিরোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানানে যে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিরোধীয় ভূমিতে র‍্যাব এর হেড কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য ৮.৫৬ একর রেলভূমি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করায় একই স্থানে ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ এবং বিমানের জন্য জেট এয়ার ফুয়েল পরিবহণের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হওয়ার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ইতপূর্বে উভয় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন পরিমাণ ভূমির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নতুন করে নক্সা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য ডিজি, বিআর এর দপ্তরে ০৯-১২-২০১৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ০৫-০২-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও(ঢাকা) কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নকসা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন । সভাপতি মহোদয় জমির পরিমাপ নির্ধারণপূর্বক অতি দ্রুত নকশা প্রণয়ন করে প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসারে ডিজি, বিআর সাইডিং এর প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণ করে নতুন নক্সা প্রণয়নপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে সমস্ত পদে নিয়োগ কার্যক্রম এখনও বাকি আছে তা দ্রুত সম্পন্ন করে পরিপালন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্যও উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নবনিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।

(২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

(৩) নব নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৮। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, ৭১টি পদের মধ্যে আইসিটি ইউনিটের ১১ টি পদের বেতন স্কেল যাচাইক্রমে মতামত প্রদানের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৫.০১.২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০২টি যুগ্ম-সচিব ও ০৪টি উপ-সচিব মোট ০৬টি পদ সৃজনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য ১০.১২.২০১৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব এর ১০টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ০২টি যুগ্ম-সচিব, ৪টি উপ-সচিব ও ১০টি সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী

সচিব এর জন্য সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারীর ৪৩টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদানের জন্য গত ১৭.০২.২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত পদসমূহের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিয়মিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নতুন ৭১টি পদ সৃজনের জন্য দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৯। নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (প্রশাসন) জানান যে, ডিজি, বিআর হতে প্রাপ্ত খসড়া নিয়োগ বিধি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৯.০৯.২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে তা পুনরায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১০। ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (প্রশাসন) জানান যে, ডিজি, বিআর হতে তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স ও নিয়োগ বিধি এর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১১। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, জানুয়ারি/২০১৫ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৪৮১টি। জানুয়ারি/২০১৫ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৩টি। জানুয়ারি/২০১৫ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৪৬৮টি এর মধ্যে সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,০০০টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৮৮৩টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯২টি, নিষ্পত্তিকৃত- ১৩টি, নতুন আপত্তির সংখ্যা- ০৬টি ।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, ডিসেম্বর/১৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর "খ" এর ৪.১২(২) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা ০৩(তিন)টি পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য ডিজি,বিআরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিজি,বিআর জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম(পূর্ব ওপশ্চিম)কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিসেম্বর/২০১৪ মাসের ০৩টি পেনশন কেস ছিলো। জানুয়ারি/২০১৫ মাসের নতুন কেস হয়নি ও নিষ্পত্তিও হয়নি । জানুয়ারি/২০১৫ এর জের ০৩টি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অডিট আপত্তির কারণে দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং থাকা ০৩টি (তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ডিজি,বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৩। বিভাগীয় মামলা।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে।

পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৩৮টি, চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামলা রুজু হয়নি। চলতি মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৩৭টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা নেই, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৩৮টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৩৭টি। এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর/২০১৪ মাসের জের ২৮৮ টি, জানুয়ারি/২০১৫ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪২টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৪৭টি। জানুয়ারি/২০১৫ মাসের জের ২৮৩টি । যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৪। পরিদর্শন।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (প্রশাসন) জানান যে, বিগত ০৮-০২-২০১৫ তারিখে যুগ্ম-সচিব (ভূমি) কর্তৃক ভূমি শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া গত ০৯.০২.২০১৫ তারিখে উপ-সচিব (অডিট) শাখা পরিদর্শন করেছেন।

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখাসহ পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৫। ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ।

আলোচনাঃ

মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত খ-৪.১৫(৪) মোতাবেক ডিজি, বিআর ২১ জন কর্মকর্তার PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছেন। All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন পূর্বক PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অত্র শাখার ০৪.০২.২০১৫ তারিখের ১২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ডিজি,বিআরকে তাগিপত্র-২ প্রেরণ পূর্বক অনুরোধ করা হয়েছে। অত্র মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা/দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সফ্টওয়ার সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, ওয়েবসাইট আপডেট একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটের বিভিন্ন মেনুতে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান। রেলভবনে এডিবি'র অর্থায়নে রিফর্ম প্রকল্পের আওতায় wifi System স্থাপনের নিমিত্ত গত ১৬-৯-২০১৪ তারিখে পিডি/রিফর্ম অফিস কর্তৃক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে বলে জানা যায় এবং Wifi Zone স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিসিএস রেলওয়েঃ পরিবহন ও বাণিজ্যিক এবং বিসিএস রেলওয়েঃ প্রকৌশল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অদ্যাবধি ১৯১ জন কর্মকর্তার পিডিএস রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটে All cadre **PIMS** অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের সাথে Link করা আছে। e-filing system এর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের A2I সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। আলোচনায় জানা যায় যে, e-filing system চালুর ব্যাপারে উক্ত প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কাজ করে যাচ্ছেন। ইহা চালু করতে আগামী এপ্রিল-মে/২০১৫ মাসের দিকে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করতে বলেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) আগামী ২৮/০২/২০১৫ তারিখের মধ্যে রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) এবং ট্রাফিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টিকেট বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(৪) রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা আবশ্যিকভাবে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৫) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৬। জিআরপি এর কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, অস্ত্র চোরাচালান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যেই ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা এবং চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) কে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। তদ্প্রেক্ষিতে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা এবং চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের সভাপতি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনের নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ ফলাফল এবং হিসাব বিভাগের টিটিইগণের ডিসেম্বর/২০১৪ মাসের অর্জিত আয়ের বিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হলোঃ

(ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক।

(খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা - সদস্য ।

(গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য ।

কার্যপরিধিঃ কমিটি আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে রেলওয়ে আইন, ১৯৮০ এর অপরাধের প্রতিকারের নিমিত্তে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংশোধনীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন পেশ করবে।

(২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবির সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৪) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহন ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৭। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ দেখে শুনে নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৮। শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসিক সমন্বয় সভার অভিযোগ নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (০৮/০২/২০১৫ পর্যন্ত) কোন অভিযোগ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন।

(২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৯। তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সকল পেপার কাটিংসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

৪.২০। কে. পি. আই

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/পরিপালন প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জিএম (পূর্ব) ও (পশ্চিম) এবং ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ-কে অনুরোধ করা হয়। তদ্প্রেক্ষিতে ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ ২৯-১২-২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানান যে বাংলাদেশ রেলওয়ের হার্ডিঞ্জ, ভৈরব এবং তিস্তা রেল সেতুর নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বেঙ্গল থানা, জিআরপি, থানা এবং আরএনবিতে কর্মরত স্টাফদের সমন্বয়ে নিশ্চিত করা হচ্ছে। আরএনবি সদস্যগণ সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা ও পার্বতীপুর রেলওয়ে কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। তবে হরতাল/অবরোধের সময় সংশ্লিষ্ট থানা হতে অফিসার ও ফোর্স মোতায়েন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও পুলিশ সুপার রেলওয়ে, জেলা চট্টগ্রাম কর্তৃক ২৭-১২-২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের কেপিআইসমূহ যে জেলার অন্তর্ভুক্ত সেই জেলার সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার, জেলা বিশেষ শাখা ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিশেষ পুলিশ সুপার (টিএফআই/কেপিআই) স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ ছাড়াও হরতাল/অবরোধের সময় সংশ্লিষ্ট থানা হতে অফিসার ও ফোর্স মোতায়েন করা হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।

৪.২১। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সময়ানুবর্তিতার হার উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিআরএমগণের নেতৃত্বে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিসে এবং অতিরিক্ত জিএম এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে জোনাল কন্ট্রোল অফিসে প্রতিদিন ট্রেন রানিং পর্যালোচনা করার জন্য কমিটি গঠন করা আছে। তা ছাড়া রেলভবনে যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) কে আহ্বায়ক করে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল) ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল) এর সমন্বয়ে ট্রেনের সময়নুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সময়নুবর্তিতার হার উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) যৌথভাবে জ্বালানি তেল ও সারবাহী ট্রেন পরিচালনার বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের জন্য ক্রাশ প্রোগাম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনার জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা আছে এবং কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা মনিটরিং অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহন নিশ্চিত করবেন।

(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৪) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২২। জিআইবিআর ।

আলোচনাঃ

জিআইবিআর জানান যে, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা শীর্ষক টিএ (১) প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান TERRA "INTERNATIONAL GROUP" একটি প্রতিবেদন "Working Paper-5: Report on Strengthening of Rail Safety Regulatory Board" দাখিল করেন। প্রতিবেদনে রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর এর বর্তমান মঞ্জুরিকৃত ৯টি পদের বিপরীতে ৩৩টি পদের সুপারিশ করা হয়।

মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এর কার্যালয়ের ০৪-০৮-২০১৪ তারিখে উক্ত প্রতিবেদনের উপর জিআইবিআর এর সাথে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশ রেলওয়ের মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। মহাপরিচালক, বাংলাাদেশ রেলওয়ে এর সুপারিশের আলোকে রেলওয়ে সেফটি কমিশন গঠন এবং জনবল বৃদ্ধি করে এর সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া তিনি আরো জানান যে, নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে পরিদর্শন কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে । সভাপতি রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

(২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(৩) জিআইবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন-এর সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪.২৩। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেনের ভিতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করা হচ্ছে। যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ২০০০ সিট পরিবর্তনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণকে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সম্মানিত যাত্রী সাধারণগণ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। আন্তঃনগর ট্রেন সমূহের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ ছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘনঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) টাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(৪) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি)
ভারপ্রাপ্ত সচিব